গানের মালা

ডাঃ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গানের মালা

[প্রথম স্তবক]

ডাঃ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

এম্, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ লিঃ
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীসুপ্রিয় সরকার

এম্, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৫

মূল্য : দেড় টাকা

মুদ্রাকর

বি, বি, চক্রবর্ত্তী

গিরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৮, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

পরিচয়

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পেশা ডাক্তারী। কিন্তু শরীর-তত্ত্ব-চর্চ্চার ফাঁকে ফাঁকে হৃদয়-তত্ত্বের রহস্যটুকুও তিনি যে কবে ধ'রে ফেলেছেন, সে কথা আজকের পাঠক-সমাজ না জানলেও আমি জানি বহুদিন থেকে। কেন না, একদা আমরা একত্রেই সাহিত্য-চর্চ্চার নামে ছেলেখেলা সুরু করেছিলাম। সে আজকের কথা নয়।

অতএব বন্ধুবর শৈলেন্দ্রনাথের পেশা ডাক্তারী হ'লেও, নেশা কাব্য-সাহিত্য-চর্চ্চা। আর এ নেশা মদের নেশার চেয়েও মারাত্মক, একবার ধরলে ইহকালে আর পরিত্রাণ নেই! তাই দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে শৈলেন্দ্রনাথের লুকানো "গানের মালা" তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর আঁচল থেকে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো।

এই গীতসঞ্চয়নের পরিচয় লেখার ভার পড়েছে আমার উপর। বন্ধুবর ভার দিয়েই খালাস, কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি আমি। বন্ধুর সুখ্যাতি করলে লোকে সেটাকে বাড়াবাড়ি মনে করবে, আবার ভালোকে ভালো না বলাটাও পাপ। তবু দুটো কথা আমার বলবার আছে।

শৈলেন্দ্রনাথের গানগুলি অসাধারণ নয়। কিন্তু যা সাধারণ তাইতো আমাদের ভালো লাগে, তাকেই তো আমরা ভালবেসে ফেলি। অসামান্যা সুন্দরী মহারাজকুমারী অব্ রতনগড়কে দেখে আমাদের চমক্ লাগে, অভিভূত হই। কিন্তু বারবার দেখতে ভালো লাগে খড়্‌কে-ডুরে শাড়ী আর খয়েরী টিপ্-পরা পাড়ার নন্দরাণীকে।

তাই বলছিলাম, শৈলেন্দ্রনাথের গান যে অসাধারণ হ'য়ে ওঠে নি, এটা তার দোষ নয়, এটা বরং তার গুণ। "গানের মালা"র অধিকাংশ গানই আপন সরলতায় নিরাভরণ-সৌন্দর্য্যে মধুর ও স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে। যেমন ধরুন—

ঘোমটা খসায়ে দাও পিছনে ফেরো
চেয়ে দেখি তব কবরী।
বেলফুলে মালা গাঁথি দেছ জড়ায়ে
কিবা ছাঁদে আ মরি মরি।

অথবা

হাজার লোকের মেলার মাঝে আমার নির্ব্বাসন,
হায় গো প্রিয়, কেমন করে বাঁধবো আমার মন!

এই গানগুলি দুষ্প্রাপ্য অর্কিডের শোভা নয়, এ যেন ঘরের জানলার পাশে চাঁপার মৃদু গন্ধ। এ "গানের মালা" হীরা-মোতি-পান্না নয়, আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য যুঁই, বেল, চামেলী দিয়ে গাঁথা। ব্যক্তিগত-ভাবে তাই আমার ভালো লেগেছে।

কথাশিল্পী গল্পলেখক শৈলেন্দ্রনাথকে একদা পাঠক-সমাজ ভালো ক'রেই চিনতেন। গীতিকার হিসাবেও তাঁর এই প্রথম আত্মপ্রকাশ গীতরসিক-সমাজে সাদর স্বীকৃতি লাভ করবে ব'লে আমার ধারণা।

প্রণব রায়

নিবেদন

আমার সাহিত্য-জীবনে আমি বহু গান লিখেছি। তারই ভেতর থেকে একশোটি গান সামান্য সংস্কার ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করলুম। বাকি যেগুলি রইল সেগুলি দ্বিতীয় স্তবকে ভবিষ্যতে প্রকাশ করবার বাসনা রইল।

বাংলা দেশের দু'চার জন নাম-করা শিল্পী আমার অনেকগুলি গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অপূর্ব্ব সুর-সংযোগে গেয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। এজন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

সঙ্গীত-রসিক-মহলে আমার গানগুলির সমাদর হ'লে শ্রম সার্থক হবে।

—গ্রন্থকার—

উপহার

উৎসর্গ

প্রিয়তমাসু—

এনেছি গাঁথিয়া মালা
পরাতে তোমার গলে—
শুকানো কুসুমগুলি
ভিজায়ে নয়ন-জলে !
সুরভি-বিহীন ফুল
যদিও ঝরিয়া যায়,
তথাপি তোমার কাছে
অনাদর নাহি পায় ।
গান তুমি ভালোবাসো
তাই এ গানের মালা
তোমারে করিনু দান,
ভরিয়া প্রীতির ডালা !
সযতনে হাসিমুখে
গ্রহণ করিলে তুমি
সুধা-রসে ভ'রে যাবে
মম মনো-মরুভূমি !

— শৈ —

"গানের মালায়" আছে—

অতনু-বিলাস
প্রাকৃতিকী
বাসর-সঙ্গীত
রাধিকার বিরহ
অরূপের আবাহন
ভজন
বৈরাগ্য-সাধনা
শ্যামা-সঙ্গীত
গীতি-চিত্র
রিক্ত-আবেদন

অতনু-বিলাস

১

নিশি চলে গেল
প্রিয় তো এখনো নাহি এল,
মালা গাঁথা মোর হইল বিফল
কেমনে বিরহ সহি বলো ?

কথা দিয়েছিলে আসিবে আজিকে রাতে
তন্দ্রা ছিল না তাই মোর আঁখি-পাতে
আশা নিরাশায় রজনী পোহায়
শুষ্ক হইল ফুলদল !

তোমাকে যে হায় সঁপেছিনু মনপ্রাণ—
সে কি সব ভুল, রাখিলে না মোর মান !
আসিবে না আর ফিরে ?
ভাসিব অশ্রুনীরে ?
কেন বৃথা আশা দিয়েছিলে তবে,
মনে যদি ছিল এত ছল।

২

আমি তো কিছুই চাহি নাই তব কাছে,
তব মুখ পানে তাকাবো না প্রিয়—
কিছু মনে কর পাছে।
দুয়ার বাহিরে দাঁড়ায়ে রহিয়া
শান্ত করিব অশান্ত হিয়া
একখানি তব গান শুনে যাবো—
কাঙাল হৃদয় যাচে।

আলো-ঝলমল চাঁদকে চাওয়া যে ভুল,
পথের ধূলায় আমি নগণ্য
একটি ঘাসের ফুল।
মুখপানে মোর চাহে না কেহই,
চিরদিন ধ'রে নীচু হ'য়ে রই,
পূজার থালায় ঠাই পাবো হেন
গুণ মোর কিবা আছে?

৩

একটি কুসুম অলকে দাও গো পরায়ে,
দুটি বাহু দিয়ে ধরিব তোমারে জড়ায়ে।
বক্ষে রাখিব মাথা,
মুদিয়া চোখের পাতা—
রঙ্গীন মধুর আলোয় ভরিয়া
উঠিবে নিখিল ধরা এ।

তুমি সহকার, আমি যে মাধবীলতা—
তুমি ছাড়া আর বুঝিবে কে মোর
গোপন মরম-ব্যথা ?
চোখে জল আসে সুখে,
টেনে নাও মোরে বুকে—
মম অন্তর আদরে সোহাগে
দাও গো আজিকে ভরায়ে।

৪

বন্ধু ওগো ! আজ তুমি তো
নূতন নহ আমার ঘরে,
তোমায় আমায় জানাজানি
সে কত যুগ যুগান্তরে !
তোমায় দেখেই চিনেছি আজ.
তুমি আমার সেই মহারাজ,
ওগো নূতন ! তুমি যে মোর
পুরাতনই চির তরে।
আজকে কেন সরম এত,
লজ্জা-নত আঁখির পাতা,
ঠোঁটের কোণে উঠছে কেঁপে
গোপন মনের কোন্ সে কথা ?
লুকিয়ে কেন চেয়ে থাকো,
আদর-ভরে আমায় ডাকো,
বুকের কুঁড়ি গন্ধে ভ'রে
রেখেছি আজ তোমার তরে।

৫

জীবন-নদীর উপর দিয়ে
ওগো সোনার মেয়ে—
কেমন ক'রে উদয় হ'লে
ফুলের তরী বেয়ে।
উঠলো ধরা সুন্দরতায় ভরি,
আঙ্গিনাতে বকুল পড়ে ঝরি
বনের মৃগ নিজেরে বিস্মরি
তোমার পানে রইলো যে গো চেয়ে।

কোন লগনে দীনের গৃহকোণে
সোনার হাতে প্রদীপ দিলে জ্বালি,
সকল দেহে সকল প্রাণে মনে
পরশমণির পরশ দিলে ঢালি;
মনের কুঁড়ি কুসুম হ'ল ফুটি
আপন গন্ধে আপনি ভ'রে উঠি,
গানের ছন্দ সুরের বাঁধন টুটি
চপলতায় ছুটছে আকাশ ছেয়ে,
হৃদয়কুঞ্জ আনন্দে ভরপুর
ওগো তোমার একটু ছোঁয়া পেয়ে।

৬

আমার জীবনে যত কথা যত গান—
সকলই তো প্রিয় তোমারি প্রেমের দান।
সহিতে বেদনা হেসে
শিখায়েছ ভালবেসে,
পরের ব্যথায় অশ্রু ঝরায়ে
উদার করেছ প্রাণ।

মাটির রসেতে লতায় ফোটে যে ফুল—
তোমাকে না পেলে আমার জীবনে
সব কিছু হ'ত ভুল।
করেছ মহান ভবে—
চিরদিন মনে রবে,
বিনিময়ে হায়, কিছু পারি নাই
দিতে তোমা সম্মান!

৭

কত দিন পাই নাই
দেখিতে তোমায় !
তবু মুখখানি তব
কভু ভোলা যায় ?
মেঘে চাঁদ ঢাকা থাকে
বরষা-রাতে,
আকাশের চোখে জল
বেদনা-সাথে,
বাদল কাটিলে ফের
চাঁদে ফিরে পায়।

মোর চাঁদ আসিবে গো
আর কি ফিরে !
আলোকের পাব দেখা
ঘন-তিমিরে !
হৃদয়-আকাশে মোর
বাদল ঘনালো ঘোর,
আশা-তরী ডুবে যায়
ঘন-কুয়াশায়।

৮

কোন কথা নয় হাতখানি হাতে দাও,
মায়া-ময় এই জ্যোছনা আলোকে
আঁখিতে আঁখি মিলাও।
পৃথিবী আজিকে পরেছে বধূর বেশ,
কোকিলা-বধূর মধুর সুরের রেশ,
হৃদয় দেওয়ার রাতি যে গো আজি
মন দিয়ে মন নাও।

আমার মুঠিতে তোমার আঙুল
তড়িৎ-পরশে কাঁপে,
তুষার-কঠিন মন কি গো গলে
প্রণয়ের উত্তাপে?
ফুলের বুকেতে বন্দী ভ্রমর-বঁধু
ঘুমায়ে পড়েছে পান করি তাজা মধু,
ভীরু দুটি ওই আঁখির চাওয়ায়
কেমনে মন ভোলাও?

৯

অভিমান আজ অশ্রু হ'য়ে
ঝরছে বারে বার—
কোথায় তুমি, এসো ফিরে
কুঞ্জেতে আমার।
এসো তুমি তেমনি হেসে
তেমনি আমায় ভালবেসে,
আজ চিনেছি আঁখির জলে
তুমিই যে আমার!

পড়ছি নুয়ে মনের ব্যথায়,
ফিরে এসো তুমি,
অশ্রু আমার মুছায়ে দাও
নয়ন-পাতে চুমি'।
জ্বালো তোমার প্রদীপ জ্বালো,
অন্ধ চোখে দেখাও আলো,
দেখ গো আজ তোমায় বিনে
কুঞ্জ অন্ধকার।

১০

তোমারে যে প্রিয় চেয়েছিনু আমি
সে কি ভুল, সে কি ভুল !
ভুবন ঘুরিয়া তব হৃদয়ের
পাই নাই সমতুল।

দিয়েছিনু ভালবাসা,
করি নাই কোন আশা,
মন্থর মোর ভীরু আশাতরী
পাই নাই কোন কূল।

তুমি যে গো ছিলে দূর আকাশের
তারকায় ঘেরা চাঁদ,
আমি কুমুদিনী মাটিতে লুটাই,
পূরে নাই কোন সাধ।
আশা নিরাশায় দুলে
কেন মন দিনু ভুলে,
বৃথাই কাঁদিবে দীর্ঘ রজনী
সাথী-হারা বুলবুল !

১১

বসন্ত-সন্ধ্যায়
আজি মোর মন ধায়
ওই দূর নীল গগনে—
কার আঁখি পড়িল মনে ?
'বউ কথা কও' পাখী
ডাকিতেছে থাকি থাকি
অশোকের কুঞ্জবনে—
কার বাণী জাগে স্মরণে ?
পাহাড়িয়া ঝরণায়
ঝিরি ঝিরি গান গায়
একাকিনী সঙ্গোপনে—
কার গীতি অনুকরণে ?
কোন্ সে অচিন্ প্রিয়া
চলে গেছে মন নিয়া
গোধূলির মধুর ক্ষণে—
তারি স্মৃতি ভাসে স্বপনে।

১২

তুমি, আড়াল দিয়ে লুকিয়ে বেড়াও,
নয়ন আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেললে সখি
মায়ার এ কোন্ ফাঁদে ?
সখি তোমার পায়ের ভাষায়
বুক যে কাঁপে আশায় আশায়,
পথের লোকে বলবে ব'লে
তাইতো সরম বাধে।

আঁচল তোমায় উড়িয়ে নে যায়
দুষ্টু বাদল-বায়ু,
মেঘের খেলা দেখে দেখে
অবশ হ'ল স্নায়ু।
আড়াল দিয়ে চকিত-দেখা
মেঘের কোলে তড়িৎরেখা.
আঁধার যে গো ঘনায় আরো—
সাধেতে বাদ সাধে।

১৩

আজি নব ফাল্গুন রাতি
এসো তুমি এসো গো প্রিয়া—
চম্পা বকুল ফুলে মালিকা গাঁথি,
কবরীতে দাও সঁপিয়া।
মলয় বাতাস গানে গানে
মনের কথাটি তব কহিছে কানে,
আনো তুমি ফুলের সুবাস
দিও না হৃদয়ে ব্যথা দূরে রহিয়া।

জ্যোছনায় হাসিছে ধরা
আছি তব পথ-পানে চেয়ে,
ও নয়নে যে মধু ঝরে
সারা দেহে দাও তাহা ছেয়ে।
চাঁদের আলোর মায়া খানি
আমার অধীর বুকে বুলাও আনি,
সারা নিশি তোমার পরশ
পুলকে মাতাক্ আজি আমার হিয়া।

১৪

জীবনের সাধ মিটিল না মোর,
রয়ে গেল সবই বাকি,
আলো-হাসি-গান-ভরা এ ভুবন
মোর কাছে হল ফাঁকি ;
হৃদয় আমার আলোকিত করি
হাসি গানে যে গো দিয়েছিল ভরি,
লয়েছে বিদায় জনমের মত
ছিঁড়িয়া স্নেহের রাখী ।

দু'দিনের তরে উঠেছিল রবি গগনে,
কালো মেঘ কোথা ছিল যে গোপন—
ঢাকিল সে সুখ লগনে ;
কার প্রাণে হায় দিয়েছিনু ব্যথা—
পড়ে না তো মনে অজানা বারতা,
নয়নের জল ঝরিয়া ঝরিয়া
অন্ধ হইল আঁখি ।

১৫

এতেক সাধের বঁধু ভুলিল মোরে—
সখি রে পরাণ বড় কেমন করে !
এত গান এত হাসি
এত ভালবাসা-বাসি
ভুলিব কেমনে তাহা পরাণ ধ'রে ?

যার লাগি অনুরাগী—নিশীথ রাতে
জেগে আছি, নিদ নাই নয়ন পাতে।
লাজ মান তেয়াগিয়া
ডালি দিব এই হিয়া,
তাহার চরণ ধরি' রহিব প'ড়ে।

১৬

বসন্ত চলে যায়
তবু তুমি এলে না ফিরে,
আশার স্বপনখানি মায়া-জাল বুনেছিল
এতদিন তোমারে ঘিরে।
রেখেছিনু খুলিয়া দুয়ার
হাতে ল'য়ে প্রেম-ফুলহার,
তোমারে পরাবো ব'লে যে আশা আছিল মনে
ডুবিল তা অশ্রুনীরে।

বৃথা চাঁদ ওঠে আকাশে,
ফুল যে গো ঝরে গেল, ভ্রমর তো নাহি এল
সুরভি মিলালো বাতাসে।
মিছে মায়া এ ছার জীবন,
হ'ল মোর শূন্য ভুবন,
নিরাশায় বুক ভরে, তৃষিত ঘুরিয়া মরে,
বালু-ভরা তমসা-তীরে।

১৭

আশায় আশায় দিন কেটে যায়,
ফিরবে তুমি কবে ?
আস্‌বে—কথা দিয়েছিলে,
মিথ্যা সবই হবে ?
দখিন বাতাস বাজায় বাঁশী,
ভুবন-ভরা আলোর রাশি,
আমার মনের আঁধার-গৃহ
শুধুই শূন্য রবে ?

কণ্ঠ আমার ক্লান্ত হ'ল
তোমারি গান গেয়ে,
পলক-হারা সন্ধ্যা-তারা
উদাসী রয় চেয়ে।
চক্ষে কেন অশ্রু আসে,
অতীত স্মৃতি বক্ষে ভাসে,
কেমন ক'রে কাটাবো দিন
একলাটি এই ভবে ?

১৮

বলতে শুধু এসেছিলাম
একটি কথা,
সকল বাণী ভুলে গেলাম
দেখে তোমায় ধেয়ান-রতা !
চন্দ্রাকৃতি শ্যামল ভালে
অস্ত-রবি আবীর ঢালে,
চক্ষু মুদি' যুক্ত করে
স্তব্ধ ঘরে নম্র-নতা ;

রইনু চেয়ে তোমার পানে
কাটলো প্রহর অনেকগুলি,
কোন্ কথা আজ বল্‌তে এলাম
সব যে তাহার গেলাম ভুলি
ফিরে এলাম আধেক রাতে
মুগ্ধ মনে রিক্ত হাতে,
অন্তরে মোর রইলো জেগে
এক রজনীর পবিত্রতা ।

১৭

একটি দিনের তরে
হয়েছিল পরিচয়,
চাঁদিনী সন্ধ্যা ছিল
অপরূপ মায়াময়।
কবরীতে ছিল তব ফুল
নয়নে কাজল, কানে
ভুঁই চাঁপা দুল—
দুজনেরই মনে ছিল
অজানা মধুর ভয়!

দু'চারিটি আধো আধো বুলি
যে কথাটি বলেছিলে
আজো তাহা যাই নাই ভুলি',
সেদিনের সেই স্মৃতিখানি
তুমি যে গিয়াছ ভুলে
আমি তাহা জানি!
ক্ষণিকের পরিচয়
কাহারই বা মনে রয়?

২০

এ জীবনে কভু আর
পাইব না দেখিতে তোমায়,
চলে গেলে ছেড়ে মোরে,
শোভিছ কি নভো-নীলিমায় ?

আকাশেতে যোগ হ'ল আর একটী তারা,
নয়নের জল কি গো শিশিরের ধারা ?
ব্যথা পেয়ে গেলে তাই,
ব্যথা দিয়ে লইলে বিদায় !

সাথী-হারা একটি যে পাখী
কাঁদিছে নিরালা নীড়ে
কি যাতনা বুকে রাখে ঢাকি !
আকাশের বুক হ'তে দেখিতে কি পাও ?
দয়া ক'রে সাথীটিরে নাও ডেকে নাও—
বহিতে বেদনা-ভার
নাহি পারি, বুক ভেঙ্গে যায় ।

২১

আঁধারের মাঝে আবরণময়ী
হাসিছ মোহিনী হাসি,
দিনের আলোয় দিলে না কো দেখা
আমার সমুখে আসি'।
দূর হতে কও দু'চারিটি কথা,
আড়ালে আবরি' ওই তনুলতা,
কভু কি উদয় হইবে না, বঁধু!
মুখ-শশী পরকাশি?

ইসারায় তুমি কত কি যে বল,
বুঝিতে পারি না কিছু—
মম আঁখি ধায় ছায়ায় মতন
তব কায়া পিছু পিছু।
রহস্যময়ী তুমি যে আমার,
হৃদয়েতে ঢেউ তোলো বারবার,
কি নিঠুর খেলা খেলিছ গোপনে
আলেয়া সর্ব্বনাশী!

২২

এত ভালবাসা দিলে যদি বুকে,
ভাষা কেন নাহি দিলে গো ?
কুঁড়ির ভিতর ছিল যে গন্ধ
তারে তুমি হ্বি' নিলে গো !
ওগো সুন্দব, আঁখিব ভাষায়
মবমের কথা ফুটে না যে হায়,
বক্ষে আমাব বেদনা ঘনায়
পলে পলে তিলে তিলে গো ।

ববষা-বাতেব বিবহ-শযনে
ফেলি, আঁখি-জল গোপনে,
হে নিঠুব, তুমি দেখা দাও এসে
আমাব নিশীথ স্বপনে ।
চলে যাও তুমি আন-পথ দিয়া,
যে কথা শোনাতে চাহে মোব হিয়া,
হল না কো বলা, গেল ফবাইয়া—
যত আশা এ নিখিলে গো ।

২৩

কয়েছিলাম কথা তোমার সাথে
সাগর-কূলে অরুণ-রাঙা প্রাতে।
মোদের কথা হাওয়ায় ভেসে ভেসে
শূন্য-পথে উড়ে গেল কোন্ অজানা দেশে,
হারিয়ে গেছে সে কথা আজ বর্ষা-ঝরা রাতে।

কবরীতে ছিল সেদিন রাঙা গোলাপ ফুল,
সারা অঙ্গে ছিল তোমার রঙীন উত্তরীয়,
আজকে দেখি পিঠের ওপর এলিয়ে দেছ চুল,
শুভ্র-বসন এখন কেন হ'ল তোমার প্রিয়?

কোন উদাসী টান্‌লো তোমার মন?
কাহার তরে আজকে তোমার আকুল অন্বেষণ?
শিল্পী সে কোন্ আঁকলো ছবি তোমার হৃদয়-পাতে?

২৪

কানে কানে একটি কথা কই—
ওগো সই।
মনের ব্যথা দুখের বোঝা কেমন ক'রে
একলা বই ?
কথা ছিল তোমার সাথে
এক তরীতে দুই জনাতে
চলবো ভেসে জ্যোৎস্না-রাতে
কত কাল আর আশায় রই ?

বলেছিলে—শুনবে আমার গোপন কথা,
উজাড় ক'রে দিতুম ঢেলে
তোমার পায়ে সকল ব্যথা।
আশা দিয়ে নিরাশ ক'রে
কেন গো যাও দূরে স'রে'
স্মৃতির কুসুম পড়ছে ঝ'রে
কেমন ক'রে দুঃখ সই ?

২৫

কতদিন হয়ে গেল বিদায় নিয়েছ হায়,
মনোকাননের ফুল একে একে ঝ'রে যায়।
বলেছিলে—আসিবে ফিরে,
একাকী রহিনু বসে নদীর তীরে—
ঢেউ তুলি নদী-জল,
কেঁদে গেল ছলছল,
ফিরিল না তব তরী
এ ঘাটের কিনারায়।

আমারে তো গিয়াছ ভুলি,
করি নাই অভিমান, প্রেমের যে মহাদান
দিয়েছিলে যতনে তা রেখেছি তুলি'।
সেই প্রেম আমার মনে
জ্বালায়েছে দীপ-শিখা মধুর ক্ষণে।
ভুলে যাও ক্ষতি নাই,
যা দিয়েছ—দিয়ে তাই
ভরাইব এ জীবন,
ভুলি মনো-বেদনায়।

২৬

আমার যত মনের ব্যথা
পড়ছে ঝরে' ফুলের মত,
মাড়িয়ে গেলে কুসুমগুলি
রইনু চেয়ে মর্ম্মাহত।
তোমার কাছে ফুলের আদর
ছিল যখন ভরা ভাদর,
ঢেউএর মাতন থামলো যবে
বক্ষে দিলে বিদায় ক্ষত !

বৈশাখীর ওই রুদ্র-তাপে
শুষ্ক নদী ক্ষীণ-স্রোতা,
অনেক দূরে বালুর চরে
চন্দ্রিমা আজ অস্তগতা !
অবগাহন করবে কে আর ?
নেই তো বুকে জলের জোয়ার,
একাকিনী স্রোতস্বিনীর
সাঙ্গ হল সেবা-ব্রত !

২৭

তোমার চলার ছন্দখানি
মধুর লাগে,
তোমার মনের গন্ধ আমায়
মাতিয়ে রাখে।
চাইলে তোমার নয়ন 'পরে
হৃদয় আমার যায় যে ভ'রে
তোমার গীতি পাগল করে
সুর সোহাগে।

টানবে আমায় বাঁধবে আমায়
এমনি ক'রে
স্বপ্ন-লোকের মায়ায়-মাখা
বাহুর ডোরে,
এমনি ক'রে কানে কানে
কও গো কথা গানে গানে,
রাঙাও হিয়া ভালবাসার
আবীর ফাগে।

২৮

কতদিন পাই নাই
লিপিকা তোমার,
কোন কাজে মন মোর
বসে নাকো আর।
পথ পানে চেয়ে চেয়ে
বিরহের গান গেয়ে
নিরাশার দিনগুলি
কাটানো যে ভার!

ভুলে আছ কেমনে বল না?
মিলন-বাসরে হায়
করেছ কি শুধুই ছলনা?
চোখের আড়াল হ'লে
কেমনে হৃদয় ভোলে?
কেমনে ছিঁড়িলে বঁধু
স্মৃতি-ফুল-হার?

২৯

আবার আষাঢ় এলো,
বায়ু বহে এলো মেলো,
বরষার ধারা যেন সাথীহারা,
উদাসিনী হ'ল যে লো।
হাসে বিদ্যুৎ-বালা
পরিয়া আলোর মালা,
ঝরে ঝর্ ঝর্, ছাড়ি আছ ঘর
অভিসারে যায় কে লো ?

বহুদিন পরে বরষা-রাত্রি আসি
কানে কানে মোর ক'য়ে গেল—ভালবাসি'
এমন বরষা রাতে
উল্লাসে কেবা মাতে ?
বিরহের পারে, কে আজি প্রিয়ারে
বুকের মাঝারে পেলো ?

৩০

ঘোমটা খসায়ে দাও, পিছন ফেরো,
দেখি চেয়ে তব কবরী,
বেল ফুলে মালা গাঁথি দেহ জড়ায়ে
কিবা ছাঁদে আ মরি মরি।
পুরা কাল এসেছে ফিরে,
মধুর চাকের মত খোঁপাটি যে হায়
সারা মাথা রয়েছে ঘিরে।
সোনার চিরুণী আর
রূপার ফুলের হার—
কালো মেঘে চমকিছে যেন বিজুরী।

নাগিনীকে বেঁধেছ রাখি,
ছোবল্ মারিবে মোরে তাই কি তাকে
ঘোমটাতে রেখেছ ঢাকি?
ভয় নাই আশীবিষে.
যে মরেছে প্রেম-বিষে
কেমনে আবার সে গো যাইবে মরি?

৩১

গান শুনিয়ে কেন পাগল করো ?
ফাগুন-সুরের বিষের ধোঁয়ায়
মন যে জ্বরজ্বর !
তোমার গানের ফুটলো যখন ফুল,
ভেতর থেকে ভোমরা এসে
ফুটিয়ে দিলে হুল্,
তাহার জ্বালায় হৃদয় আমার
কাঁপছে থরথর !

ঘুমপাড়ানো তোমার ছোঁয়ায়
আছে জানি মাদক-রসের রেশ—
একটুখানি প্রলেপ দিয়ে
করো আমার সকল জ্বালার শেষ।

বিষের জ্বালায় জ্বলতে নাহি পারি,
আনো তোমার পরশ-মাখা
সুধামৃতের ঝারি,
তাহার পরে গানে গানে
হৃদয় আমার ভরো।

৩২

কেমন ক'রে তোমার সাথে
ঘটলো পরিচয়—
ভাবি, লাগে যে বিস্ময় !
তোমায় পেয়ে আমার ভুবন
লাগলো মায়াময় ।
আধখানি চাঁদ কপালখানি,
রহস্যময় আঁখির বাণী,
আঁধার-মনে জোৎস্না আনি
কোন্ কথাটি কয় ?

দৃষ্টি তব বিরহ মোর
করলো যে সার্থক,
ব্যথার নিশা হ'ল যে ভোর,
ফুটলো আশালোক ।
একটি দিনের পরিচিতি,
ভুলবে নাকি ভাবনা নিতি !
অসীম আশার ঘটবে ইতি—
এই খালি মোর ভয় !

৩৩

তোমারে যে ভালবাসি—
　　　　এই যদি অপরাধ হয়,
অপরাধী আমি তবে,
　　　　ক্ষমা মোর চাহিবার নয় !
ফোটে ফুল সরমিয়া,
তপনেরে চায় হিয়া,
ধরা নাহি দেয় পিয়া
　　　　চিরদিন মাগে পরাজয় ।

তুমি তো চাহনি মোরে,
　　　　দাও নাই কোন অবকাশ,
কোন ক্ষোভ নাহি তা'তে
　　　　প্রেম মোর মানস-বিলাস ।
সাধ মোর মেটে নাই,
তবু কিছু নাহি চাই,
তোমার না ক্ষতি করি—
　　　　এই শুধু মনে জাগে ভয় ।

৩৪

আজি সখি, বসন্ত সন্ধ্যা—
মুঠি ভ'রে নাও নিশি-গন্ধা!
চকিত চাহনী-খানি
ললিত মধুর বাণী
কবিতা শোনাও মধুছন্দা!

চাঁদকে দেখিয়া হাসে
কুমুদিনী রঙ্গে,
জ্যোছনা-পরশে মধু
শিহরিত অঙ্গে।
আমার হৃদয়-নভে
ধ্রুবতারা হ'য়ে রবে
বান্ধবী ওগো চিরানন্দা!

৩৫

এত দিন ব'সে ব'সে তোমারি আশায়—
প্রদীপ নিভিয়া এল, লইনু বিদায়।
করি' শত অপরাধ
লভিয়াছি অপবাদ,
মেটেনি স্বপন-সাধ না পেয়ে তোমায়।

পারি নি গলাতে তব তুষার-হৃদয়,
চিরদিন হেলাভরে
রহিলে গো দূরে স'রে,
শুধু যদি দিতে দেখা যাবার সময়!
যদি কভু আসো ফিরে,
লিখে গেনু আঁখি-নীরে,
সব অপরাধ মোর ভুলিও ক্ষমায়।

৩৬

সন্ধ্যারাণী আজি গোধূলি নভে
রাঙা খেলিছে হোলি,
মুখর বাণী তব মৌন রবে
হায় কিছু না বলি ?
মালতী বকুল যবে ফোটাবে মুকুল
কোন্ নেশাতে মাতি,
পূর্ণিমা চাঁদ মনে জাগাবে না সাধ,
যবে আসিবে রাতি ?
রহিবে দূরে কোন্ স্বপন পুরে
মোর মনেরে ছলি ?

উঠিবে উজলি দূরে সন্ধ্যা তারা,
তব পানে রবে চেয়ে পলক-হারা।

সুরভি-আকুল বায়ু বহিবে ব্যাকুল
গাবে মিলন-গীতি।
কুসুম সাথে খেলা খেলিবে রাতে
লভি' পুলক প্রীতি,
আমি শুধু হায়, আজি পাব না তোমায়,
ফিরে যাইব চলি'।

৩৭

কেন অকারণে গান গাও ?
যদি শোনাবে না মোরে,
রবে অভিমান ভরে,
একাকিনী গেয়ে বল কিবা সুখ পাও ?

গানে জাগে বিরহের সুর
অকরুণ কোন্ কথা
বুক-ভরা কোন্ ব্যথা
মনখানি করিল বিধুর ?

আমি তো বুঝিনি হায়
কিবা তব মন চায়,
আকাশে মেলিয়া আঁখি কাহারে বা চাও ?

৩৮

শুনতে চাহ তুমি আমার গান ?
কেমন ক'রে গাইব বল—ভুলিয়ে দিলে তান !
কাজল-কালো আঁখির ছায়া
জাগায় বুকে মোহন মায়া,
গানের ভাষা সুরের খেলা
হয় যে কম্পমান !

তোমার রূপের ঝলক সে তো
মাটীর প্রদীপ নয়,
অগ্নি-তেজে অন্ধ কর,
কেমনে তাপ সয় ?
তোমারে গান শোনাবে যে—
গৈরিকে সে আসবে সেজে,
আবেগ-হারা বরফ-ঢালা
শুষ্ক করি' প্রাণ !

৩৯

যত ব্যথা দেবে
দাও মোরে দাও গো—
ভাল যদি মোরে বাসিবে না প্রিয়
তব উপহার ফিরায়ে নাও !

যামিনী পোহায়ে আসে,
ছিনু যে তোমারি আশে,
এলে না আমারি পাশে,
বাসি-ফুল-সম যাইব ঝরিয়া
পার যদি মোরে যাও ভুলে যাও।

কত যে কাটিল রাতি,
নিঠুর জীবন সাথী,
নিভেছে আশার বাতি,
দুখ দিয়ে যদি দহিবে অনলে
মোর মনে তবে চিতা জ্বালাও।

৪০

রাত-চরা পাখী—হারায়েছে সাথী তার,
কেঁদে কেঁদে তাই ডেকে যায় বারে বার।
নিশুতি যামিনী ঘুমায়েছে সবে,
তব আঁখি শুধু জাগরিত রবে ?
ঝরিবে অশ্রু গোপনে নীরবে ?
বক্ষে বেদনা-ভার !

কাল যে গো ছিল আজ সে যে নাই,
নিয়েছে চির বিদায়,
এখনও তাহার দেহের পরশ
লভিছ কি শয্যায় ?
কেন প্রাণ ওঠে আকুলি ব্যাকুলি ?
চির নিদ্রায় পড়েছে সে ঢুলি' !
পারো যদি তারে থাকো আজি ভুলি',
মুছিয়া অশ্রুধার।

৪১

ওগো চন্দনা টিয়া ময়না—
কুঞ্জে কূজন করো—শুনি তাই প্রাণ ভ'রে,
মোর সাথে কেউ কথা কয় না।
তোমরা শোনাও গান,
সুমধুর ধরো তান,
কী সরল মনখানি
তুলনা তো হয় না !

যে কহিত কথা মোর সাথে,
শোনাত ঢালিয়া প্রাণ গান দিবা-রাতে,
আমারে গিয়াছে ছাড়ি,
আকাশে দিয়েছে পাড়ি,
একাকী কাঁদিব কত
আর দুখ সয় না।

৪২

একটি বছর বাদে তোমার
ভিড়লো তরী কূলে,
সাজিয়ে তোমায় দেবো বলো
কোন্ সুরভি ফুলে !
ভোরের পাখীর গানের পরশ
তোমার প্রাণে জাগাক্ হরষ,
এসো তোমায় বরণ করি
হৃদয়-বেদীমূলে।

প্রীতির বরণ-ডালা দিয়ে
তোমায় বরণ করি,
ধন্য আমায় কর' তুমি
হাত দুখানি ধরি'।
শূন্য করি' হৃদয়খানি,
কোথায় ছিলে, হৃদয়রাণী !
এত দিনে পড়লো মনে,
এলে কি পথ ভুলে ?

৪৩

তোমার কি আর স্মরণ আছে—
আছি পড়ে' অনেক দূরে,
তোমার দেখা পাই যে আমি
গোপন আমার স্বপন-পুরে।
গৃহ-কারায় বন্দী আমি,
তোমার চিন্তা দিবস-যামী,
রাত্রি আমার রঙীন করে,
উদ্দীপনা বক্ষ জুড়ে।

ইচ্ছে করে সকল বাধা
দূর করি' আজ মন্ত্র-বলে,
হাওয়ায় ভেসে পাখীর মত
তোমার দেশে যাই গো চ'লে।
যে শোনাতো বুকের বীণা,
আজকে তারে চিনবে কিনা ?
অতীত স্মৃতি জাগবে মনে
পুরাণো মোর গানের সুরে ?

৪৪

যে আসিতে চায মোর ঘবে,
তাহাবে ফিবাই ছল্ ক'বে।
যে আসিতে নাহি চায়,
তাহারে যে চাহি হায,
তাবি তবে আছে মন ভ'বে।

নিদ-হারা কত শত বাতি—
বসে বই পথে আঁখি পাতি,
যদি সে অচিন্ প্রিযা
আসে মোব পথ দিয়া
সব দিই তার পায়ে ধ'বে।

৪৫

যেও না যেও না চ'লে,
এখনও রয়েছে রাতি,
দেখ ওই জ্বলিছে নভে
তারার' মুকুতা পাঁতি।

এখনও চাঁদের আলো
ঝরিছে বকুল বনে
বিহগী ঘুমায় নীড়ে
সাথী তার বিহগ সনে।
যেও না এখনই চ'লে
নেভে নি এখনও বাতি।

মেটে নি মনের আশা,
কুসুম হয়নি ম্লান,
বিদায়ের গানের আগে
মিলনের সুরটি আনো।
মন মোর শূন্য ক'রে
ভাসাবে আঁখির লোরে
কেমনে রাখিব ধ'রে
তোমারে জীবন সাথী।

৪৬

অনুপম তব হাসিখানি সখি,
তুলি দিয়ে আঁকা আঁখি,
হেরিয়া আমার মেটে না গো আশা
অপলক চেয়ে থাকি।
সাধ হয় মোর সারা নিশি জাগি
'ওই হাসিটুকু দেখিবার লাগি',
সারা হিয়া দিয়ে আগুলিয়া রাখি
ওগো মোর ভীরু পাখী।

হাসিতে তোমার কী নেশা আছে গো—
হৃদয় যায় যে গ'লে,
ওই হাসি-মুখ হেরিয়া হেরিয়া
স্বপনে পড়ি যে ঢ'লে।
সব কথা আজি ভুলে গেনু হায়,
অন্তর মোর ভেসে যেতে চায়,
তোমার আঁখির সাগর বেলায়
হাসির অমৃত মাখি'।

প্রাকৃতিকী

৪৭

ঝম্ ঝম্ ঝরে ওই শ্রাবণ-বাদল,
বন্যার স্রোতে জল হাসে খল্‌খল্‌।
কালো মেঘ চিরে চিরে
বিজলী চমকি ফিরে,
ঢালে বাজ তরু-শিরে
অগ্নি-তরল !
ঝম্ ঝম্ ঝর ঝর্ ঝম্ ঝর্ ঝর্,
তমালের বনে ঝড় তোলে মর্ম্মর।
পথ-ঘাট একাকার,
জল ঝরে অনিবার,
মেঘে মেঘে চারি ধার
ঘনালো কাজল।
পবন পাগল হ'ল ছোটে শন্ শন্—
ভয়াল ছুটিয়া আসে করাল শমন।
আজি এই দুর্য্যোগে
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ও কে ?
নিয়ে যাবে কোন্ লোকে
ভাঙ্গিয়া আগল ?

৪৮

ক্লান্ত আমার দিনগুলি
সকল ব্যথা যায় ভুলি,
ঘুমিয়ে পড়ে শান্ত নদীর কূলে,
মেঘ উড়ে যায় দূর নভে—
হারিয়ে যাওয়া সৌরভে
নেইকো হাসি ঝরা বকুল ফুলে।
বসুন্ধরার সোনার আলো
কোন্ আঁধারে আজ মিলালো
কে হানিল আঘাত আজি
গোলাপ গাছের মূলে!

বৈরাগী আজ একতারাতে
শূন্য তাহার মন ভরাতে
কোন্ সুরে আজ তুলছে কলতান—
মন্দিরে আর নাই সে জ্যোতি,
করবে কে আর সন্ধ্যারতি,
ফুরিয়ে গেছে পূজারিণীর গান।
তরঙ্গ নাই সাগর জলে,
চাঁদ লুকালো মেঘের তলে,
শ্রান্তিতে মোর চোখের পাতা
পড়ছে আজি ঢুলে।

৪৯

এলো রে বাদল বেলা—
আকাশের কোলে বিজলী ও মেঘে
করিয়াছে সুরু খেলা !
হু হু ক'রে বায়ু বহে কেয়া-বনে,
দাদুরী ডাকিছে গভীর কাননে,
ভিজিয়া ভিজিয়া ছোট ছেলেমেয়ে
ভাসায় পাতার ভেলা।

চামেলী বেলার মুকুল ফোটাব
আসিয়াছে সুসময়,
কদমের বনে নাচিয়া নাচিয়া
ময়ূরী উতলা হয়।
রাম-ধনু পূবে ওঠে মনোহারী,
চাতকের মনে উল্লাস ভারী,
বধূরা চলেছে পরি' নীল শাড়ী
দেখিতে রথের মেলা।

৫০

ঝড় এলো শোনো সখি মাধবীলতা,
থেকো না অমন ক'রে লজ্জানতা।
জড়াইয়া সহকারে
সাধো তারে বারে বারে,
নতুবা হইতে হবে ভাগ্যহতা!

যৌবন-ফুলভারে হয়েছ নত,
রঙীন স্বপনজাল বুনিছ কত।
তুষার কঠিন-করে
দলিত করিবে ঝড়ে,
এই বেলা দয়িতকে জানাও ব্যথা।

৫১

হাস্যময়ী তুমি যে বেল-ফুল—
গন্ধে কর মুগ্ধ সবায়
তোমার নাহি সমতুল।
মীন-কেতনের পঞ্চ শরে
ঠাঁই পেলে হায় কাহার বরে ?
ভোলানাথের ধ্যান ভাঙ্গায়ে
করলে এ কি বিষম ভুল !

তোমার মালার পরশ তোলে
বক্ষে প্রেমের গুঞ্জরণ,
বরবধূদের শয্যা'পরে
তুমি বিছাও আস্তরণ !
দেবদেবীদের চরণতলে
অঞ্জলিতে পড়ছ গ'লে,
মরণকালেও তোমায় পেয়ে
ধন্য হ'ল মান-বকুল !

৫২

বরষা বিদায় নিলো,
শরতের বয় হাওয়া,
বলাকা-পালক-মেঘে
নীলাকাশ হয় ছাওয়া।

শেফালী পড়িছে ঝরি'
সুরভি আসিছে ভেসে,
শিশির-নোলক পরি'
কুমুদী উঠিছে হেসে।
শিবানীর আগমনী
ঘরে ঘরে হয় গাওয়া!

মাঠেতে ধানের শীষে
হাওয়া যায় ঢেউ তুলে,
গাঁদার মুকুলগুলি
চাহিছে নয়ন খুলে,
আজিকে চাঁদিনী রাতে
কার তরে পথ চাওয়া?

বাসর-সঙ্গীত

৫৩

এতদিনের লজ্জা-সরম যায় গো—
আজ বুঝি মোর যায়,
ভোম্‌রা আজি গুন্‌গুনিয়ে
বসলো ফুলের গায় গো—
ধরলো ফুলের পায়।
ফুলের মধু লুকিয়েছিল বুকের মাঝে তার,
নিলাজ ভ্রমর মধুর লোভে আসবে বারংবার!
স্বপন-ঘোরে বাহুর ডোরের বাঁধন কাটা দায় গো—
বাঁধন কাটা দায়।

ছাঁদনা তলায় লুকিয়ে চাওয়া,
দুষ্টু হাসির রেশ,
বুকের মাঝে কাঁপন লাগায়,
কিন্তু লাগে বেশ;
বাসর ঘরে একলা ফেলে যাস্ না তোরা সই,
ইচ্ছে করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রই,
থাকতে না দেয়, মদন-বাণে বুক যে বেঁধে হায় গো—
বুক যে বেঁধে হায়।

৫৪

বিরহিণী সরম-রাঙা
আননখানি খোলো,
মেঘে ঢাকা পূর্ণিমা চাঁদ
জ্যোছনা-হীন হোলো !
অবগু-ণ্ঠন তলে
যে চাঁদের রোস্‌নি জ্বলে,
কেন তারে আড়াল ক'রে
বুকেতে ঢেউ তোলো।
কুমুদের হৃদয় মাঝে
প্রণয়ের যে সুর বাজে,
সে গীতিব পুলক মাখি'
সরম খানি ভোলো।

৫৫

সখি, এতদিনে দেবে দেখা জীবন-সাথী,
এল স্বপন সফল করি বাসর-রাতি।
দূরে সানাইয়ের তান
ধরে মিলনের গান,
অতনু আসিবে নাকি নিয়ে ফুলবাণ!
পুলক-আবেশে প্রাণ ওঠে যে মাতি।

সরম যে ছাড়া নাহি যায়,
কেমনে ভোলাবো সখি
সে নিলাজে হায়!

রবো করি' অভিমান
ঢাকি' এ ভীরু নয়ান,
কেমনে ত্যজিব হায় লাজ-কুল-মান,
ছল করি' রবো পড়ি' আঁচল পাতি।

৫৬

টুটিল কি মোর স্বপনের ঘোর,
এল ওই রাজার কুমার—
রূপার টোপর মাথায় ওপর
গলে শোভে বেল-ফুল-হার।
শঙ্খধ্বনি উঠিল বাজি'—
আকাশের চাঁদ তারকারাজি
দেখিছে চেয়ে, ফেলিছে ছেয়ে
জ্যোছনার আলোর জোয়ার!

মোর, বুকের মাঝে যে সুর বাজে—
সানাইয়েতে ওঠে সেই সুর,
সুরভি হাওয়ায় মন ভেসে যায়,
মধু ঝরে মধুর মধুর!
হবে যে দেখা ছাদ্‌না তলায়,
আবেশ ঘনায়, মনকে ভোলায়,
নয়ন তুলি' যাইব ভুলি',
লাজ-মান সরমের ভার!

রাধিকার বিরহ

৫৭

আজি উচ্ছল জল ছল ছল ছল
নব আষাঢ়ের রাতি,
ওরে কবরী রচনা খুলে ফেল্, সখি !
নিভায়ে দে সব বাতি ।
কিছু যে আমার লাগে নাকো ভালো,
এ কি জ্বালা সই, এ কি জ্বালা হ'ল,
সাধ হয় সারা রাতি জেগে রই
বসন-আঁচল পাতি' ।

মোর কেন গলে দিলি কুসুমের মালা ?
বুক যে কেমন করে !
সখি, এ ভরা নিশীথে কে বাজায় বাঁশী
এমন মধুর স্বরে ?
অলি কি জুটিল গুঞ্জন-রবে
শতদল-বনে মধু-উৎসবে ?
দিনরাত-ভেদ হারালো অন্ধ
কিসের নেশায় মাতি' !

৫৮

আমি এই বাদলে যাবো অভিসারে,
সখি, বাঁশীর তানে বনে বনে
ফিরবো ডেকে তারে।
ওই তটিনীর কূলে কূলে
আকুল-ঝরা কদম ফুলে
ভাসিয়ে দেবো হৃদয়খানি
ফিরবো না এ পারে।

আঁচলখানি উড়িয়ে দেবো
বাদল-ব্যাকুল গানে,
আমার গানের অঞ্জলি আজ
পাঠাবো তার পানে—
তারি নামে বাজিয়ে বাঁশী
স্রোতের জলে চলবো ভাসি',
তলিয়ে যাবো অকুল নীরে
বুকের ব্যথার ভারে।

৫৯

বাঁশীতে জানি না কি নেশা আছে গো,
বাঁশীতে পাগল করে,
লাজ মান ভয়—সব টুটে যায়,
মন যে রহে না ঘরে।
কুঁড়ির ভিতরে জেগে ওঠে ফুল,
প্রকাশিতে তার মন যে ব্যাকুল,
বুকের গন্ধ বাহিরিতে চায়,
পারে না রাখিতে ধ'রে।

বাজিল বাঁশরী, বাজিল কাননে,
বাজিল ভুবনময়,
যমুনা উথলে হৃদয়ের কোণে,
যমুনা নয়নে বয়!
স্বপনেতে-শোনা ভেসে আসে সুর,
বুকের ভেতরে প্রাণ ভরপুর,
সুরের মদিরা করিল মাতাল
মোহময় বালুচরে।

৬০

সখি, দ্বারের আগল ভেঙ্গে ফেল্ আজ,
বন্ধন খুলে দে—
ললিত-মধুর বাঁশরীর তানে
আমারে ডেকেছে সে।
যমুনায় দেখ্ ডেকেছে বাণ,
আকাশে উথলে ররষা-গান,
আজি আর আমি হৃদয়-আবেগ
রুধিতে পারি নে রে।

বাদল বাতাস হারালো ছন্দ,
আজ সে যে উন্মাদ—
ছুটেছে তাহার মোহের স্বপন,
টুটে গেছে সব বাঁধ।
কোথা নিয়ে যাবি, চল্ চল্ সই,
বাজে তার বাঁশী ওই দূরে ওই,
সে শুধু আমার—আমি শুধু তার
চির নিশি-দিনে যে।

৬১

সখি, মন যে আমার থাকতে না চায়
ঘরের কোণে,
সে যে ফাগুন রাতের উতল হাওয়ায়
ফিরতে চাহে বনে বনে।
দূরে কে ওই বাজায় বাঁশী,
বলছে বাঁশী—"ভালোবাসি"
তাই শুনে মোর মন উদাসী,
শিহর লাগে ক্ষণে ক্ষণে।

কাজের মাঝে সকাল সাঁঝে
এমন ক'রে ভোলায় কে?
সেই কি আমার স্বপন-কুমার
অন্তর মোর দোলায় যে।
বাঁশীর সুরের নাগাল না পাই,
মন বলে—আজ কোন্‌খানে যাই?
কা যেন চাই — কী যেন নাই,
খুঁজে মরি হতাশ মনে।

৬২

কালা—গেছে বহু দূরে—
বিরহিণী কাঁদে রাধা, আঁখি-বারি ঝুরে।
গাগরী ভরিয়া হায়
হৃদয় যাহারে চায়,
তাহারে দেখিতে না পায়
বৃথা মরে ঘুরে।

যমুনা শুকায়ে এল দীরঘ নিশাসে,
ফিরে তো এল না হরি, ডুবালো নিরাশে।
বনেতে ফোটে না ফুল,
গাহে না পাপিয়া-কুল,
ছোটে মন হয়ে আকুল
মথুরার পুরে।

অরূপের আবাহন

৬৩

আজি নিরজন পথ বাহি
আমার হবে যে যাওয়া,
তারার আলোকে চাহি'
হবে কি আমার গাওয়া ?
তটিনীর গানে গানে
তব গাওয়া সুর আনে,
সে গীতি-ছন্দে আজি
তোমারে হবে কি পাওয়া ?

ওই মাঠের ওপার ছেয়ে
সন্ধ্যা নামিছে ধীরে,
উদাসীর গান গেয়ে
আঁধার আসিছে ঘিরে।
চপলা চমকে ধীরি
ঘন মেঘ-লোক চিরি'—
সে বুঝি তোমারি আলো,
হে আমার চির-চাওয়া !

৬৪

ভোলায় মোরে পথের লোকে
নানান কথা ক'য়ে,
আজ তোমারি দ্বারে এলাম
ভুলের বোঝা ব'য়ে।
শেষ-না-করা গানের বেণু
তোমার হাতে তুলে দিনু,
আর পারি না পথ চলিতে
মিথ্যা আশা ল'য়ে।

তোমার পথে দিনে রাতে
লক্ষ লোকের মেলা,
আমায় নিয়ে সবাই চাহে
করতে শুধু খেলা।
কেমন ক'রে তোমায় ভুলে
কাটাবো দিন মরুর কূলে?
ঘৃণ্য উপহাসের মাঝে
হৃদ্-বেদনা স'য়ে?

৬৫

আমার আঁধার-ঘরে জ্যোৎস্না এল
আকাশ-আলো-করা,
ওগো আমার চপল তুমি,
আজ পড়েছ ধরা !
লুকিয়েছিলে অন্ধকারে
সুদূর কোন্ গগন-পারে,
তিমির নাশি' উদয় হ'লে
আলোয় ভ'রে ধরা !

পথ ভুলে আজ আঁচল তব
ঠেকলো আমার বুকে,
তোমার হাসি ফেল্‌লো ছায়া
আমার চোখে মুখে।
বাজাও এসে আমার বাঁশী,
ঝরুক্ পথে ফুলের রাশি,
এস আমার দখিন পবন,
এস হে বুক-ভরা !

৬৬

আপনারে আমি হারায়ে ফেলেছি
পথের ধূলার মাঝে,
আমারে কি আর চিনিবে গো প্রিয়
আমার শ্রীহীন সাজে ?
জানি জানি তুমি ফাগুনের বনে
কুসুম ফোটাবে কমল-কাননে,
চাহিবে না আর মোর এ নয়নে,
মরি তাই দুখে লাজে।

হিয়া যে আমার কাঁপে থরথর,
পারি না রাখিতে ধ'রে,
শিয়রে আমার দীপ নিভে যায়,
চোখে জল আসে ভ'রে।
কত কে যে আসে, কত চ'লে যায়,
মোর পানে কেহ ফিরিয়া না চায়,
একবার এসে দেখে যাও শুধু—
বক্ষে কি ব্যথা বাজে !

৬৭

বাসনা মোর কাঁদলো যখন
বক্ষ-কারাতে,
প্রভু আঁধার আকাশে
এসেছিলে অলক্ষ্যে মোর
বাঁধন ছাড়াতে
তুমি নীরব-আভাসে !
লক্ষ তারার নয়ন পেতে
জাগলে নিশি শিয়রেতে,
মাথায় দিলে শিশির স্নেহ
আশিস্ ধারাতে,
আজি ভোরের বাতাসে !

ঊষার আলোয় জাগিয়ে দিলে
অলখ পরশে
দয়াল নবীন প্রাণেতে
নাচিয়ে দিলে, মাতিয়ে দিলে,
তরুণ হরষে
তোমার পথের গানেতে।
আমায় তুমি ফুটিয়ে দিলে,
নেশার হাওয়ায় লুটিয়ে দিলে,
খেলায় মেতে রইনু প'ড়ে
তোমায় হারাতে,
ক্ষণিক সুখের আবাসে।

৬৮

চোখের আলোর পরশমণি
ছুঁইয়ে দিলে প্রাণে,
ঘরের মায়া ভুলিয়ে দিলে
কোন্ স্বপনের টানে !
আকাশে আজ সুরের খেলা
ছড়িয়ে দিলে সন্ধ্যা-বেলা,
কুমুদ-কলি ফুটিয়ে দিলে
মলয়-বায়ের গানে !

চোখের চাওয়ায় বুকের মাঝে
গন্ধ যে ভরপুর,
দৃষ্টি-প্রদীপ হৃদয় কোণের
আঁধার করে দূর !
রাত্রি কাটে মোহের ঘোরে,
জাগনু যবে রঙীন ভোরে,
দিনের আলোয় মিলিয়ে গেলে
কোথায় গো কোন্খানে !

৬৯

আধ ফোটা ওই কলির পানে
কে গো তুমি হেসে দাঁড়ালে !
মিষ্টি-ঝরা দৃষ্টি মেলে
নীল গগনে চরণ বাড়ালে ?
সোনার হাসি ছড়িয়ে দিলে
সবার মনে এই নিখিলে.
নবীন আশা জাগিয়ে দিলে
আলো-ছায়ার খেলার আড়ালে ?

অস্ফুট্ কলি তোমায় দেখে
বুকের গন্ধে হ'ল আকুল গো,
দখিন পবন সুযোগ বুঝে
মনকে দোলা দিলে দোদুল গো !
স্বপ্নকে আজ সামনে পেয়ে
ফুট্‌লো কুঁড়ি তোমায় চেয়ে,
শিশির দিয়ে মাজলো আনন,
লজ্জা তাহার তুমিই তাড়ালে।

৭০

আঁধার রাতে ঝড়ের সাথে
তুফানে যবে আসে,
অন্তরে মোর কাঁপন লাগে
অজানা কোন্ ত্রাসে !
প্রদীপ নেভে মাটির ঘরে,
বাদল হাওয়া মাতাল করে,
ঘূর্ণী ঘুরে বেড়ায় উড়ে
অনন্ত উল্লাসে।

শুনছি তব বজ্র-বীণা
কোথায় যেন বাজে,
মেঘের মাঝে নয় সে ধ্বনি—
আমার বক্ষ মাঝে।
বিজলীর ওই অনল সৃষ্টি—
প্রভু সে তব ক্রুদ্ধ দৃষ্টি,
তোমার খেলা হ'ল সুরু
নিঠুর সর্ব্বনাশে।

৭১

কান্না-ভরা চোখে আমার
জাগতো না আর হাসি,
বাজিয়ে যেতাম বনের মাঝে
করুণ সুরে বাঁশী !
রামধনু রং গগন ছেয়ে
শ্রাবণ জলে উঠলো নেয়ে,
ছড়িয়ে দিলো কালো মেঘে
রঙীন আলো রাশি।

ভুলিয়ে আমার দিলে কে গো
সকল চাওয়া পাওয়া,
ভুলিয়ে দিলে কান্না-ভরা
বাঁশীতে গান গাওয়া,
কালো মেঘের ভিতর দিয়ে
আলো হাসিব রং ফলিয়ে
কে গো আমার বুক ভরালো
দুঃখ তিমির নাশি' ?

৬—

৭২

শিশির জলে ধুইয়ে দিলে আঁখি
দেখবো ব'লে তোমায় ভাল ক'রে—
ভোরের বেলা রাঙা আলোয় জাগি
তোমার রূপে মনটি দিলে ভরে'।
তোমার গন্ধ বিলাও ফুলে ফুলে
ভোর বাতাসে পরশ দিলে চুলে
নোয়াও মাথা অশথ্ তরুমূলে
ফুলের আশিস্ পড়লো শিরে ঝ'রে।

এসো নবীন এসো পুরাতনী
এসো আমার সকল আড়াল ভাঙ্গি'
মেঘবধূরা মাতলো হোলি রঙে
সেই রঙে আজ উঠলো পরাণ রাঙি'।
পাখীর গানে শোনাও কণ্ঠস্বর
ঝড়ের মাঝে গর্ব্ব কর চুর
দিয়েও দেখা রইলে কেন দূর
ধরতে গেলে কেবলি যাও সরে'।

৭৩

অন্তরে মোর আছ তুমি
বিশ্ব-ভুবন হ'রি'—
নেশায় আমার বুক ভরে যায়
ভুল কুড়িয়ে মরি।
কোথায় বাঁশী বাজিয়ে চলো,
কোথায় হেসে কথা বলো,
আশায় আশায় চেয়ে থাকি
দিবস বিভাবরী।

আমার যারে ভালো লাগে
তাহার মুখে দেখি
কাহার যেন আদল আসে,
তোমার হাসি সে কি ?
সারাদিনের সকল কাজে
ভুলিয়ে রাখে কোন্ মায়া যে,
আমায় তুমি পাগল ক'রে
রাখলে জীবন-ভোরই।

৭৪

আমায় বন্দী ক'রে ঘরের কোণে
কোথায় চলে যাও—
একটু দয়া চাইছি ওগো,
একটু হেসে চাও।
বিশ্ব তোমায় বাসে ভালো,
ঘরের কথা তাই ভুলালো,
একটু আশা একটু আলো
নিভিয়ে দিলে তাও।

আর কতকাল চলবে তব
নিঠুর অবহেলা ?
কাটবে আমার কেমন ক'রে
সকাল সন্ধ্যাবেলা ?
আর সহিতে নাহি পারি
বোঝা হ'ল বড়ই ভারী,
মরণ তোমার সোনার আলোয়
বক্ষ ভ'রে দাও।

৭৫

এখনো ফোটেনি কুসুমের কলি,
পাখীরা গাহেনি গান,
নিয়ে যেতে মোরে এসেছ কি বাহি
তোমার তরণী-খান ?
ওঠে নি যে হাওয়া হিন্দোল দোলে,
লাগে নি কো ঢেউ নদী কল্লোলে,
এখনও পথেতে উদাসী পথিক
তোলেনি মধুর তান ?

লগ্ন যে যায় নিয়ে যাও মোরে
অন্ধ এ কূপ হ'তে—
চলো ভেসে যাই ঝরা ফুল সম
অজানা উজান স্রোতে।
ঘুম চোখে সব আবছায়া লাগে,
অন্তরে মোর বিস্ময় জাগে,
হাত ধরো এসে, শান্ত কর হে
উদ্বেগ-ভরা প্রাণ !

৭৬

হাজার লোকের মেলার মাঝে
আমার নির্ব্বাসন
হায় গো প্রিয় কেমন ক'রে
বাঁধবো আমার মন ?
একলা আমি সবার পিছু,
দাঁড়িয়ে থাকি নয়ন নীচু,
অবহেলার বিষের জ্বালায়
জ্বলছি অনুক্ষণ !

মহোৎসবে তোমায় ঘিরে
রয় যে লক্ষ জন,
পর হ'ল আজ যে ছিল হায়
আপন হৃদয়-ধন !
দীনের মত চেয়ে থাকি,
অশ্রু-জলে ভরলো আঁখি,
ফেলবো ছিঁড়ে তোমার রাখী
মিথ্যা এ বন্ধন !

৭৭

তোমার গীতি প্রিয় হে মম
বীণায় নাহি বাজে,
ছন্দ তব তোলে না সাড়া
আমার মনোমাঝে,
যে সুর ঝরে ফাগুন-বনে
মাতাল করে হাজার জনে,
সে গান তব সবার তরে
হৃদয় ভরে না যে।

মধুর তব কণ্ঠগীতি
বুকের মধু ঢালি,—
একলা শুধু শুনবো আমি
আঁখির দীপ জ্বালি।
বুকের ব্যথা জমছে নিতি,
হারিয়ে গেছে অতীত প্রীতি,
আমার তরে তোমার গীতি
ফুরালো এই সাঁঝে।

৭৮

এসো তোমার অনল নিয়ে,
জ্বালাও বুকে অগ্নি-জ্বালা—
প্রচণ্ড ঝড় বজ্র দিয়ে
করুক্ সুরু রুদ্র পালা।
ভৈরবেরে বিষাণ রবে
ডাকো প্রলয়-মহোৎসবে,
নৃত্য করুক্ সতাণ্ডবে
ছুলিয়ে গলে বিষের মালা।

নীল আকাশের বক্ষ খানি
দাও ভেঙ্গে আজ চূর্ণ করি,—
ধ্বনিয়ে তোলো ক্ষিপ্ত বাণী
অট্টহাস্যে কণ্ঠ ভরি'।
কাঁছুক ধরা অঝোর ধারা,
পাগল তুফান আগল হারা,
পড়ুক খসে চন্দ্র তারা
দশ দিগন্তে আঁধার ঢালা।

ভজন

৭৯

হরি, কেমন ক'রে তোমার দেখা পাবো ?
তোমায় ছাড়া মনের দুঃখ
কাকেই বা জানাবো ?
ভব-নদীর তরঙ্গ উত্তাল—
তারই মাঝে জীবন-তরীর
ভাঙ্গলো যে গো হাল,
ডুবলে তরী ব্যাকুল হ'য়ে
তোমার গানই গাবো।

তোমার দয়া থাকলে পরে
পাষাণ ভাসে জলে,
পঙ্গু জনে পাহাড় ডিঙ্গায়
তোমার নামের বলে।
পাপের আমার নাইক সীমা-শেষ—
তবু তোমার চাইবো ক্ষমা
উদার পরমেশ,
একটু কৃপা করলে হরি
দুঃখ ভুলে যাবো।

৮০

দিবানিশি প্রভু ডাকি, (তোমারে)
তোমারি চরণ করেছি শরণ
কৃপা তবু হবে নাকি ?
আমি অভাজন পূজা না জানি
মন্ত্র-তন্ত্র না জানি বাণী
শুধু আঁখিজল রেখেছি আনি
বেদনাতে আছে ঢাকি ।

মোর পানে যদি ফিরে না চাও,
চরণধূলি একটু দাও— ।
সহি' অবহেলা রহিব দূরে,
লব তব নাম করুণ সুরে
বলো বলো প্রভু জীবন জুড়ে
আরো কত দুখ বাকি ?

৮১

হে গোপাল ব্রজদুলাল
রাধিকা মনোহারী
ভকতজন-হৃদয়ধন
শ্যামল গিরিধারী !
গোপিকা-রমণ শচী-নন্দন
দূর কর দুখ-ভববন্ধন,
ভালে শোভিত শ্বেতচন্দন
গোলোক-বিহারী।

শিশুকালে ছিল ননীচোরা নাম,
যৌবনে মনোচোরা,
শত গোপিনীর বক্ষে বহালে
প্রেমের পাগলা ঝোরা।
সেই প্রেম তুমি দিয়েছ ছড়ায়ে
বিশ্বজনের হৃদয় ভরায়ে
নব নব সুরে নিখিল ধরা এ
করে কীর্ত্তন তারি।

৮২

হরি, কেমনে জানাবো ব্যথা ?
বেদনায় বুক ভেঙ্গে যায় তবু
মুখে তো ফোটে না কথা !
পৃথিবীতে যবে পড়ে না বৃষ্টিকণা,
ফেটে যায় মাটি, অন্তরে তার
কান্না যে যায় শোনা !
তবু অভিযোগ করে না তো হায়
নীরব নম্রনতা !

চারিদিকে দেখি শ্মশানচারীর দল,
আমাকে ঘিরিয়া নাচিছে সবাই
করে যে মোরে পাগল—
তুমি এসো হরি, বাঁচাও আমারে,
ডুবায়ো না আর দুঃখ-পাথারে,
নিয়ে যাও মোরে অমৃত-মাঝারে,
শোনো মোর কাতরতা।

৮৩

আরো ব্যথা দাও প্রভু দাও,
যত তুমি চাও।
আঘাত হানিয়া বারে বার
অন্তরে প্রেম জাগাও।
কামনা কালিমা মোর ধৌত করো,
ফুলের সুরভি দিয়ে মনকে ভরো,
আলোকে হৃদয়খানি মেলিয়া ধরো,
উঁচু মাথা মাটিতে নোয়াও।

ক্ষণিকের মোহের বিলাস
আলেয়ার আলো সম
টানিয়াছে মন মম
পথ ভুলে মরি ঘুরে মিটিলনা আশ!
অহমিকা অভিমান চূর্ণ করি'
সকল বিভব মোর লও গো হরি,
মরণ বেলায় মোর পারের কড়ি
পাবো কি না শুধু বলে যাও।

৮৪

দোলে সুন্দর মনোহর বংশীধারী,
পাশেতে লইয়া বঁধু রাই পিয়ারী !
দোলে ময়ুর-ময়ুরী দূরে
পেখম মেলি
দোলে হাওয়ার সাথে সুখে
বেলা চামেলী
পূর্ণিমা চাঁদ, আজি পেতেছে কি ফাঁদ
তমাল-তরুতে দোলে শুক ও সারী।

গোপিনীরা ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে,
কমলের বুকে আজ কী মধু ঝরে !
পিকবধূ গাহে গান মিলন তরে
তরুণ, তরুণী সনে, দোলে কদমের বনে
চাঁদিনী তারকা দোলে তিমিরহারী।

বৈরাগ্য-সাধনা

৮৫

দুদিনের হাসি জগতের খেলাঘরে—
স্বপন-সৌধ ভেঙে চুরে যায় নিরাশার বালুচরে।
কেন তবে হায় এত ভালবাসা,
দিলে বুকে প্রভু সীমাহীন আশা,
মিছে পথ চাওয়া, মিছে কাঁদা হাসা,
শুধু ক্ষণিকের তরে!

ধনীর প্রাসাদে কত না রঙের মেলা,
প্রিয়জন সাথে কত না মায়ার খেলা!
পিছু টানে মন, চলে যেতে হয়—
দেহ সাথে হায় সবই পায় লয়,
বাসি-ফুল সম স্মৃতিটুকু রয়,
তবু কেন আঁখি ঝরে?

৮৬

গানখানি মোর সমাপন করি
চাহিনু চলার পথে,
তোমারে দেখিনু, সূর্য্য তখন
বসেছে অগ্নি-রথে।
চারিদিকে ঝরে সোনার আলোক,
শরৎ আকাশে মেঘের পালক,
ক্লান্ত চরণে ভিড় ঠেলি' তুমি
চলিয়াছ কোন মতে।

স্নেহ-আবাহন করিতে গেলাম,
উঠিল না স্বর ফুটি,
বহুদূরে হায় কে বাঁশী বাজায়
তারি টানে চলো ছুটি।
হাজার দৃষ্টি তব পানে ধায়,
ছুটে গেনু সখি, ফিরাতে তোমায়,
পলক ফেলিতে মিশে গেলে হায়
মত্ত-জনতা স্রোতে।

৮৭

মিথ্যা কাজে ময়লা লাগে গায়—
সারাদিনই ধূলোবালির খেলা,
তোমার দৃষ্টি সকল দিকেই ধায়,
বলবো কি হায় হিসাব দেবার বেলা ?
তোমার নামে মিথ্যা ছলা করি,
প্রতারণায় উঠলো ঝুলি ভরি',
বিচার তোমার সদাই যে বিস্মরি,
জমলো শুধু ভয়-ভাবনার মেলা।

চোখ-ধাঁধানো দীপ-নেভানো ঘরে
হিসাব-নিকাশ করবো সারা রাতি,
পিছল পথে সারা জীবন ধ'রে
যা নিয়ে হায় করনু মাতামাতি।
লাভের ঘরে কী জমালাম তাই
দেখতে গিয়ে শুধুই শূন্য পাই,
কাঁচের পরে লোভের সীমা নাই
ক'রে গেলাম সোনায় অবহেলা।

৮৮

নয়নের আলো নিভে গেল চির তরে,
মহা-নিদ্রায় ঘুমালে কি হায়
পরম শান্তি-ভরে ?
পথ চলি' চলি' অবসাদে মন
ভেঙ্গে পড়েছিল,— কোন প্রিয়জন
চাহে নাই কাছে সজল নয়ন,
ধরে নাই দুটি করে।

এ জগতে হায় আশা ভালবাসা ভুল,
ক্ষণিকের মোহ ক্ষণিকে মিলায়
ঝরে পড়ে প্রেমফুল !
বিচ্ছেদে তব ঝরিবে না আঁখি
চলিবে পৃথিবী গান গাবে পাখী
অযতনে দেবে যবনিকা ঢাকি
তোমার স্মৃতির 'পরে।

শ্যামা-সঙ্গীত

৮৯

আর কত কাঁদাবি ওমা—
কেঁদে অন্ধ হ'ল আঁখি,
সাড়া তবু পেলাম না—
যতই কাঁদি, যতই ডাকি।
কুপুত্র মা যদিও হয়,
কু-মাতা তো কদাপি নয়,
চিরকালের শাস্ত্রকথা
মিথ্যা মাগো হবে নাকি ?
দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
শান্তি পাই না তীর্থে গিয়ে,
দাও ভুলিয়ে সকল জ্বালা
ওই রাঙা চরণে রাখি'।

৯০

মাগো, এই জেনেছি সার—
তোমার চরণ-কৃপা বিনা
জীবন অন্ধকার ।
বিপদ মাঝে সাহস-হারা
পাই না যখন কূল-কিনারা,
তুমিই এসে বাঁচাও শ্যামা,
ঘুচাও দুঃখভার ।

তোমার রাঙা চরণ দুটি
দাও গো আমার বুকে,
আঁকড়ে ধরে রইলে মাগো
শান্তি আসে দুখে ।
সার করেছি তাই ও চরণ,
সঁপেছি তায় জীবন-মরণ,
ভয় কি আমার ? করবে তুমি
বিপদ-সাগর পার ।

৯১

যে তোমারে ভক্তি করে
তার কপালে দুঃখ খালি,
এ কি তব উল্‌টো বিচার
ওমা শ্যামা মুণ্ডমালী।
পাপ করে যে যথা তথা
তারে তো কই দাও না ব্যথা ?
আনন্দ আর সুখের ঝোঁকে
তোমাকে দেয় ভেটের ডালি।

শাস্ত্রে বলে—পরকালে
দুঃখ তাহার আছে ভালে,
এ জীবনে কিন্তু তাহার
মাথায় তো দাও আশিস্ ঢালি।
তোমার কৃপা পাবো ব'লে,
পড়ে থাকি চরণ তলে
যতই ডাকি মা মা ব'লে,
ততই ব্যথা দাও মা কালি।

৯২

মাগো, তোমার পায়ে দেবো জবা ফুল,
দিগ্-বসনা নেচে বেড়াও
দুলিয়ে পিঠে এলোচুল।
লোল রসনায় রক্ত ঝরে,
মুণ্ডমালা বুকের 'পরে
তোমার আঁখির আগুন লাগায়
দানব-কুলে হুলুস্থুল।

খড়্গ দিয়ে অসুর নাশি,
জ্ঞান হারালি সর্ব্বনাশী,
স্বামীর বুকে পা দিয়ে শেষ
পাগলী মেয়ের ভাঙ্‌লো ভুল।

৯৩

তোমার প্রেমসাগরে যে ভেসেছে,
ডোবার ভীতি তার কি আছে ?
লজ্জা ঘৃণা ভয় অভিমান
পশে না আর তাহার কাছে।
কামিনী আর কাঞ্চনেতে
সবার মত রয় না মেতে,
ক্ষণিক সুখের লোভ রাখে না,
তোমার কৃপা হারায় পাছে।

জলের ওপর তেলের মত
সংসারে সে বেড়ায় ভেসে,
অনিত্য এই জগৎ মাঝে
সকল দুঃখ ওড়ায় হেসে।
তোমার চরণ বুঝেছে সার,
দুঃখ-নদী করবে যে পার—
তৃণের মত নুইয়ে মাথা
প্রেম-করুণা ভিক্ষা যাচে !

৯৪

চিন্তামযী তারা তুমি—
বলে কত ভক্ত-জনে,
পরের দুঃখে চিন্তা কিছু
দেখি না তো তোমার মনে !
'উল্টা বুঝ্‌লি রামে'র মত
সন্তানে দাও চিন্তা যত,
অন্ন-চিন্তা অর্থ-চিন্তায়
পাগল কর বিশ্ব-জনে।

দারা-পুত্র-কন্যা-তরে
মায়া-চিন্তায় কাতর সবে,
সাধু-লোকের চিন্তা খালি—
করবে কে পার ভবার্ণবে ?
সবার চিন্তা ভিন্ন-ধারা,
পাচ্ছে না কেউ কুল-কিনারা,
হাসছ তুমি, দেখছ মজা,
দুঃখ দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে।

৯৫

শ্যামা মায়ের করবো পূজা
এবার আমি বিল্বদলে,
জবাফুলের মালা কভু
দিব না আর তোমার গলে।
রাঙা আগুন জ্বলছে চিতায়,
রক্ত ঝরে মুণ্ডমালায়,
সেই রঙে মা মত্ত হয়ে
যোগ দিলে ডাকিনীর দলে।

সবুজ-পাতা শ্বেত-কুসুমে
এবার তোমায় করবো বরণ,
সবুজ বসন পরিয়ে তোমায়
দেবো শুভ্র বরাভরণ!
শ্মশান থেকে আনবো ধ'রে
ধরণ-ধারণ বদল ক'রে
বসিয়ে আমার চিত্তাসনে,
পূজবো চরণ প্রেম-কমলে।

৯৬

পাগলী মেয়ে লুকিয়ে থেকে
মিথ্যা কেন করিস্ ছল্ ?
কষ্ট দিয়ে ছেলের মনে
কী আনন্দ পাস্ মা বল্ ?
নেচে বেড়াস্ শ্মশান মাঝে,
কী ব্যথা মোর বক্ষে বাজে,
শ্মশান ছেড়ে আয় মা ঘরে,
রাখ্ মা বুকে চরণ-তল।

ভক্তি-ভরে চরণ-পূজা
করবো মা তোর জনম-ভোর,
পরিয়ে দেবো হাত দুটিতে
ভালবাসার কুসুম-ডোর।
তাতেও যদি মন না ফিরে,
শোণিত দেবো বক্ষ চিরে,
তার সাথে মা মিশিয়ে দেবো
তপ্ত আঁখির অশ্রু-জল।

৯৭

আর পারি না নয়ন বারি
ঢালতে তোমার ওই চরণে
হৃদয়টারে পাষাণ করি'
বেড়াও নেচে মত্ত রণে।
মায়ের বুকে নেই করুণা
এমন কথা যায় না শোনা,
তুই মা হ'লি সৃষ্টিছাড়া
তাই যে বসন নেই পরণে!

সুরাসুরের দ্বন্দ্ব খালি
চলছে মাগো জগৎ জুড়ে,
অসুর-কুলে ভয় জাগাতে
তাই কি মাগো বেড়াও ঘুরে?
তাই কি নিয়ে খড়্গ হাতে
ঘর ছেড়েছ নিশীথ রাতে,
দয়ামায়া বিসর্জ্জিয়া
ওমা শ্যামা নিষ্করুণে!

৯৮

ওমা তোমার চরণ ধ'রে রইবো পড়ে জীবন ভোর—
ফোটাও আমার জ্ঞানের আঁখি, দূর কর মা মোহের ঘোর।
সংসারে মা দুঃখ খালি
নয়ন-বারি গেলাম ঢালি,
ঘুচাও মাগো মনের কালি
মুছাও এসে নয়ন-লোর।

তোমার দয়া আশিস্-ধারা যে পায় পুণ্য-ফলে,
অন্ধকারে আলোর জ্যোতি, অন্তরে তার জ্বলে।
সেই আলোকের সন্ধানে মা
খুঁজে অন্ধ হলাম শ্যামা,
পেলাম না মা ঠিক্-ঠিকানা,
হারাই সদা মনের জোর।

গীতি-চিত্র

৯৯

শীত এল শীত এল বুক কাঁপিয়ে,
কন্‌কনে হাওয়া বয় জানলা দিয়ে।
অদূরে মাঠের পারে
তমালীর ঝোপে ঝাড়ে
নিঝুম সাঁঝের আলো পড়ে ঝিমিয়ে।

ঝরিয়াছে আজ রাতে মাধবী লতা,
রজনীগন্ধা কারে জানায় ব্যথা?
গোধুলির কুয়াশায়
ঢেকে দিল জ্যোছনায়,
পাপিয়া কোকিল যায় বিদায় নিয়ে।

পথিক চলে না আর নদীর ধারে,
বাসন মাজে না বধূ পুকুর-পাড়ে,
দুয়ারেতে ঝাঁপ ফেলি
দোকানী গিয়াছে চলি
মার বুকে খোকা-খুকু পড়ে ঘুমিয়ে।

কোলাহল থামিয়াছে অশথতলে,
ঝিঁঝিঁদের সভা-মাঝে জোনাকি জ্বলে।
প্রথম প্রহর গণি'
শেয়ালেরা করে ধ্বনি
নারিকেল গাছে প্যাঁচা ডাকে চেঁচিয়ে।

চণ্ডীর মণ্ডপ হয়েছে খালি
খ্যান্তপিসির দল থামায় গালি
দাবা খেলা শেষ ক'রে
বুড়োরা ফিরেছে ঘরে
ঠাকুমা পড়েছে শুয়ে লেপ চাপিয়ে।

টুপটাপ্ হিম ঝরে গাছের পাতায়,
এই শীতে কে বা শুয়ে মোড়ের মাথায় ?
ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে মুড়ি
ঘুমায় ভিখারী বুড়ি,
বুকের ভিতরে হাঁটু আছে গুটিয়ে।

পাল্কী চলেছে দূরে বালুর চরে,
রোগী দেখি' কবিরাজ ফেরেন ঘরে।
পথঘাট করে খাঁ খাঁ,
উঠিয়াছে চাঁদ বাঁকা,
সুর করি কাঁদে কোথা মায়ে ও ঝিয়ে ?

এই শীতে কার বাছা যায় গো ঘাটে ?
ফুল বিছানায় শুয়ে দড়ির খাটে।
মার বুক খালি করি,
শ্মশানের পথ ধরি,
চির জীবনের মত ঘর ছাড়িয়ে ?

রিক্ত-আবেদন

১০০

এ জীবনে হায় আশা-নিরাশায়
যে গান গেয়ে গেলাম—
বদলে তাহার কারো অন্তরে
ঠাঁই কি কিছু পেলাম ?
গাহিয়াছি গান বরষার রাতে,
শেফালী-ঝরানো শরতের প্রাতে,
রহিব না যবে এ ধরার বুকে,
কেহ কি লইবে নাম ?

কত না জনের বিদায়ের ব্যথা
ভাঙ্গিয়াছে কচি বুক,
কত না দেখেছি রিক্ত মনের
অশ্রু-কাতর মুখ !
লেখনীর মুখে সে সব কাহিনী
বেদনার মাঝে লভিয়াছে বাণী,
সে বাণীর সুরে কারো বুকে ব্যথা
জাগাতে কি পারিলাম ?

ভ্রম-সংশোধন

সতর্কতা সত্ত্বেও প্রুফ্ দেখার সময় কতকগুলি ভুল দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। সহৃদয় গায়ক ও পাঠক-মহল দয়া করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।—

৩৯ নং গানে দ্বিতীয় লাইনের প্রথম কথা "দাও"—প্রথম লাইনের শেষ কথা "দেবে"র পর বসিবে।

৫১ নং গানে ১২ লাইনে "দেবদেবীদের" হইবে অর্থাৎ "দেবী"র ঈকার পড়ে নাই। ওই গানেই একটি হাস্যকর ভুল শেষ লাইনে রহিয়াছে—কথাটি হইবে "মানব-কুল", "মান-বকুল" নহে।

৬১ নং গানে ১৫ লাইনের প্রথম কথা "কী" হইবে, ঈকার উঠে নাই।

৭০ নং গানে দ্বিতীয় লাইনের প্রথম কথা "তুফান" হইবে, "তুফানে" নহে।

৭৬ নং গানে শেষ লাইনে "মিথ্যা" স্থলে "মিথ্যা" হইবে।

৮০ নং গানে ৫ লাইনে "মন্ত্রতন্ত্র" হইবে, "মন্ত্রতস্ত্র" নহে।

৮২ নং গানে ১০ লাইনে "সবাই" স্থলে "সদাই" হইবে।

ইহা ছাড়া এই পৃষ্ঠা-সংখ্যাগুলির ছাপ উঠে নাইঃ—
২১, ৫১, ৬০, ৮৬ ও ৯৩।

বর্ণানুক্রমিক সূচি

গানের প্রথম লাইন			গানের ক্রমিক সংখ্যা

অ

আ